সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দানব শাল্বকে বধ করলেন

কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রবঞ্চক চূড়ামণি শাল্বের বিনাশ ও তার সৌভ বিমানটি ধ্বংস করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অপসারিত হওয়ায় প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত লজ্জিত ছিলেন এবং তিনি তাঁর সারথিকে পুনরায় দ্যুমানের কাছে তাঁর রথ নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। প্রদ্যুম্ন দ্যুমানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকলে গদ, সাত্যকি ও সাম্বের মতো অন্যান্য যদুবীরগণ শাল্বের সৈন্যদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করতে লাগলেন। এইভাবে সাতাশ দিন ও রাত্রি ধরে যুদ্ধ চলেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে এসে দেখলেন যে, দ্বারকা অবরুদ্ধ হয়ে আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য দারুককে নির্দেশ দিলেন। সহসা শাল্ব শ্রীভগবানকে লক্ষ্য করল এবং শ্রীকৃষ্ণের সারথির দিকে তার ভল্ল নিক্ষেপ করল, কিন্তু শ্রীভগবান সেই অস্ত্রটিকে শত খণ্ডে চূর্ণবিচূর্ণ করলেন এবং শাল্ব ও তার সৌভ যানকে অসংখ্য বাণ দিয়ে বিদ্ধ করলেন। শাল্বও একটি তীর নিক্ষেপ করে প্রত্যুত্তর দিয়েছিল যা শ্রীকৃষ্ণের বাম বাহুতে আঘাত করল। বিস্ময়করভাবে শ্রীভগবান তাঁর বাম হাতে ধরে থাকা শার্ঙ্গ ধনুকটি ফেলে দিলেন। ধনুকটির পতন লক্ষ্য করে যুদ্ধ প্রত্যক্ষকারী দেবতারা হাহাকার করে উঠলেন আর তখন শাল্ব শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করার সুযোগ গ্রহণ করল।

শ্রীকৃষ্ণ তখন শাল্বকে তাঁর গদা দিয়ে আঘাত করলেন, কিন্তু দানব রক্ত বমন করতে করতে অদৃশ্য হল। এক মুহূর্ত পরে একটি লোক শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করার পর নিজেকে মাতা দেবকীর দূত রূপে পরিচয় দিল। লোকটি শ্রীভগবানকে জানাল যে, তাঁর পিতা, বসুদেব, শাল্ব দ্বারা অপহৃত হয়েছেন। একথা শ্রবণ করে শ্রীকৃষ্ণ এক সাধারণ ব্যক্তির মতো যেন শোক করতে লাগলেন। শাল্ব তখন ঠিক বসুদেবের মতো দেখতে একজনকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিয়ে এসে তার শিরশ্ছেদ করল এবং মুণ্ডটি তার সঙ্গে নিয়ে তার সৌভ বিমানে প্রবেশ করল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শাল্বের মায়াময় কৌশল বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বাণ বর্ষণ করে শাল্বকে বিদ্ধ করলেন এবং তাঁর গদা দিয়ে সৌভ যানটিকে আঘাত করে সেটি ধ্বংস করলেন। শাল্ব তার বিমান থেকে অবতরণ করে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করার জন্য তাঁর দিকে ধেয়ে এল, কিন্তু শ্রীভগবান তাঁর সুদর্শন চক্র ধারণ করে শাল্বের মাথাটি তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন।

শাল্বের নিধন হওয়ার পর, দেবতারা আনন্দে আকাশে দুন্দুভি বাজালেন। দানব দন্তবক্র তখন তার বন্ধু শাল্বের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প গ্রহণ করল।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

স উপস্পৃশ্য সলিলং দংশিতো ধৃতকার্মুকঃ ।
নয় মাং দ্যুমতঃ পার্শ্বং বীরস্যেত্যাহ সারথিম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সঃ**—তিনি (প্রদ্যুম্ন); **উপস্পৃশ্য**—স্পর্শ করে; **সলিলম্**—জল; **দংশিতঃ**—তাঁর বর্ম পরিধান করে; **ধৃত**—ধারণ করে; **কার্মুকঃ**—তাঁর ধনুক; **নয়**—নিয়ে চল; **মাম্**—আমাকে; **দ্যুমতঃ**—দ্যুমানের; **পার্শ্বম্**—কাছে; **বীরস্য**—বীরের; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—তিনি বললেন; **সারথিম্**—তাঁর সারথিকে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—স্নান করার পর তাঁর বর্ম পরিধান করে এবং তাঁর ধনুক গ্রহণ করে শ্রীপ্রদ্যুম্ন তাঁর সারথিকে বললেন, "যেখানে বীর দ্যুমান দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমাকে সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে চল।"

তাৎপর্য

তাঁর সারথি তাঁকে অচেতনরূপে সরিয়ে আনার পর প্রদ্যুম্ন তাঁর যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগের ভুল সংশোধনের জন্য আগ্রহী ছিলেন।

শ্লোক ২

বিধমন্তং স্বসৈন্যানি দ্যুমন্তং রুক্মিণীসুতঃ ।
প্রতিহত্য প্রত্যবিধ্যান্নারাচৈরষ্টভিঃ স্ময়ন্ ॥ ২ ॥

বিধমন্তম্—ধ্বংস করছিল; **স্ব**—তাঁর; **সৈন্যানি**—সৈন্যদের; **দ্যুমন্তম্**—দ্যুমান; **রুক্মিণী-সুতঃ**—রুক্মিণীর পুত্র (প্রদ্যুম্ন); **প্রতিহত্য**—প্রতি আক্রমণ করে; **প্রত্যবিধ্যাৎ**—তিনি প্রত্যাঘাত করলেন; **নারাচৈঃ**—লৌহ নির্মিত বিশেষ বাণ দিয়ে; **অষ্টভিঃ**—আটটি; **স্ময়ন্**—সহাস্যে।

অনুবাদ

প্রদ্যুম্নের অনুপস্থিতিতে দ্যুমান তাঁর সৈন্যদের ধ্বংস করছিল, কিন্তু এখন প্রদ্যুম্ন দ্যুমানকে প্রতি আক্রমণ করে হাসতে হাসতে তাকে আটটি নারাচ বাণ দিয়ে বিদ্ধ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভাষ্য প্রদান করেছেন যে, প্রদ্যুম্ন দ্যুমানকে এই বলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছিলেন—"এখন দেখি, তুমি আমাকে কিভাবে আঘাত করতে পার!" এই বলে এবং দ্যুমানকে তার অস্ত্র নিক্ষেপ করতে অনুমোদন করে প্রদ্যুম্ন তাঁর নিজের ভয়ানক তীরগুলি মুক্ত করলেন।

শ্লোক ৩

চতুর্ভিশ্চতুরো বাহান্ সূতমেকেন চাহনৎ ।
দ্বাভ্যাং ধনুশ্চ কেতুং চ শরেণান্যেন বৈ শিরঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্ভিঃ—চারটি (তীর) দ্বারা; **চতুরঃ**—চারটি; **বাহান্**—বাহন; **সূতম্**—সারথি; **একেন**—একটি দ্বারা; **চ**—এবং; **অহনৎ**—তিনি আঘাত করলেন; **দ্বাভ্যাম্**—দুটি দ্বারা; **ধনুঃ**—ধনুক; **চ**—এবং; **কেতুম্**—পতাকা; **চ**—এবং; **শরেণ**—একটি বাণ দিয়ে; **অন্যেন**—অন্য একটি; **বৈ**—বস্তুত; **শিরঃ**—মস্তক।

অনুবাদ

এই সকল তীরের চারটি দ্বারা তিনি দ্যুমানের চারটি অশ্বকে, একটি তীর দ্বারা তার সারথিকে আরও দুটি তীর দিয়ে তার ধনুক ও রথের ধ্বজাকে এবং শেষ তীরটি দিয়ে তিনি দ্যুমানের মস্তকে আঘাত করলেন।

শ্লোক ৪

গদসাত্যকিসাম্বাদ্যা জঘ্নুঃ সৌভপতের্বলম্ ।
পেতুঃ সমুদ্রে সৌভেয়াঃ সর্বে সঞ্ছিন্নকন্ধরাঃ ॥ ৪ ॥

গদ-সাত্যকি-সাম্ব-আদ্যাঃ—গদ, সাত্যকি, সাম্ব ও অন্যান্যরা; **জঘ্নুঃ**—তারা হত্যা করল; **সৌভ-পতেঃ**—সৌভপতির (শাল্ব); **বলম্**—সৈন্যদের; **পেতুঃ**—তারা পতিত হল; **সমুদ্রে**—সমুদ্রে; **সৌভেয়াঃ**—যারা সৌভের মধ্যে দণ্ডায়মান ছিল; **সর্বে**—সকলে; **সঞ্ছিন্ন**—ছিন্ন; **কন্ধরাঃ**—স্কন্ধ।

অনুবাদ

গদ, সাত্যকি, সাম্ব ও অন্যান্যরা শাল্বর সৈন্যদের হত্যা করতে শুরু করল এবং এইভাবে বিমানের ভিতরের সকল সৈন্যেরা তাদের স্কন্ধ ছিন্ন হয়ে সমুদ্রে পতিত হতে লাগল।

শ্লোক ৫

এবং যদূনাং শাল্বানাং নিঘ্নতামিতরেতরম্ ।
যুদ্ধং ত্রিনবরাত্রং তদভূৎ তুমুলমুল্বণম্ ॥ ৫ ॥

এবম্—এইভাবে; যদূনাম্—যদুদের; শাল্বানাম্—এবং শাল্বের অনুগামীদের; নিঘ্নতাম্—আঘাত পূর্বক; ইতর-ইতরম্—পরস্পর; যুদ্ধম্—যুদ্ধ; ত্রি—তিনগুণ; নব—নয়; রাত্রম্—রাত্রি ধরে; তৎ—সেই; অভূৎ—হয়েছিল; তুমুলম্—তুমুল; উল্বণম্—ভয়ঙ্কর।

অনুবাদ

এইভাবে যাদব এবং শাল্বের অনুগামীদের মধ্যে একে অপরকে আক্রমণ করে তুমুল, ভয়ঙ্কর যুদ্ধটি সাতাশ দিন ও রাত্রি ধরে চলেছিল।

শ্লোক ৬-৭

ইন্দ্রপ্রস্থং গতঃ কৃষ্ণ আহূতো ধর্মসূনুনা ।
রাজসূয়েঽথ নিবৃত্তে শিশুপালে চ সংস্থিতে ॥ ৬ ॥
কুরুবৃদ্ধাননুজ্ঞাপ্য মুনীংশ্চ সসুতাং পৃথাম্ ।
নিমিত্তান্যতিঘোরাণি পশ্যন্ দ্বারবতীং যযৌ ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রপ্রস্থম্—পাণ্ডবগণের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে; গতঃ—গত; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; আহূতঃ—আহ্বানে; ধর্ম-সূনুনা—যমরাজের পুত্র, মূর্তিমান ধর্ম (রাজা যুধিষ্ঠির) দ্বারা; রাজসূয়ে—রাজসূয় যজ্ঞ; অথ—তখন; নিবৃত্তে—যখন তা সম্পূর্ণ হল; শিশুপালে—শিশুপাল; চ—এবং; সংস্থিতে—যখন সে হত হয়েছিল; কুরু-বৃদ্ধান্—কুরুবংশের জ্যেষ্ঠগণের; অনুজ্ঞাপ্য—অনুজ্ঞা গ্রহণ করে; মুনীন্—মুনিগণের; চ—এবং; স—সহ; সুতাম্—তার পুত্রগণ (পাণ্ডবগণ); পৃথাম্—রাণী কুন্তীর; নিমিত্তানি—অশুভ লক্ষণগুলি; অতি—অত্যন্ত; ঘোরাণি—ভয়ঙ্কর; পশ্যন্—দর্শন করে; দ্বারবতীম্— দ্বারকায়; যযৌ—তিনি গেলেন।

অনুবাদ

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়েছিলেন। এখন সেই রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হয়েছে এবং শিশুপাল হত হয়েছে, শ্রীভগবান অশুভ লক্ষণাদি লক্ষ্য করতে লাগলেন, তাই তিনি কুরুবৃদ্ধগণ, মহামুনিবর্গ ও পৃথা এবং তাঁর পুত্রগণের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ৮

আহ চাহমিহায়াত আর্যমিশ্রাভিসঙ্গতঃ ।
রাজন্যাশ্চৈদ্যপক্ষীয়া নূনং হন্যুঃ পুরীং মম ॥ ৮ ॥

আহ—তিনি বললেন; **চ**—এবং; **অহম্**—আমি; **ইহ**—এই স্থানে (ইন্দ্রপ্রস্থ); **আয়াতঃ**—আগমন করায়; **আর্য**—আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার (বলরাম); **মিশ্র**—বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব; **অভিসঙ্গত**—সঙ্গে; **রাজন্যাঃ**—রাজাগণ; **চৈদ্য-পক্ষীয়াঃ**—চৈদ্য (শিশুপাল) পক্ষের; **নূনম্**—নিশ্চয়ই; **হন্যুঃ**—আক্রমণ করে থাকবে; **পুরীম্**—নগরী; **মম**—আমার।

অনুবাদ

শ্রীভগবান স্বয়ং বললেন—যেহেতু আমার শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে আমি এখানে এসেছি, তাই শিশুপালের পক্ষের রাজারা হয়ত আমার রাজধানী আক্রমণ করে থাকবে।

শ্লোক ৯

বীক্ষ্য তৎ কদনং স্বানাং নিরূপ্য পুররক্ষণম্ ।
সৌভং চ শাল্বরাজং চ দারুকং প্রাহ কেশবঃ ॥ ৯ ॥

বীক্ষ্য—দর্শন করে; **তৎ**—সেই; **কদনম্**—ধ্বংস; **স্বানাম্**—তাঁর নিজ জনের; **নিরূপ্য**—ব্যবস্থা গ্রহণ করে; **পুর**—নগরীর; **রক্ষণম্**—সুরক্ষার জন্য; **সৌভম্**—সৌভ যান; **চ**—এবং; **শাল্ব-রাজম্**—শাল্ব রাজ্যের রাজা; **চ**—এবং; **দারুকম্**—তাঁর সারথি দারুককে; **প্রাহ**—বললেন; **কেশবঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] দ্বারকায় উপস্থিত হওয়ার পর তিনি লক্ষ্য করলেন যে, কিভাবে ধ্বংস দেখে তাঁর জনগণ ভয়ার্ত হয়েছিল এবং শাল্ব ও তার সৌভ বিমানকেও লক্ষ্য করলেন। নগরীর সুরক্ষার আয়োজন করার পর শ্রীকৃষ্ণ দারুককে এইভাবে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ নগরীর সুরক্ষার জন্য শ্রীবলরামকে এক কৌশলগত অবস্থানে নিযুক্ত করেছিলেন এবং শ্রীরুক্মিণী ও প্রাসাদ অভ্যন্তরের অন্যান্য রাণীদের জন্যও তিনি বিশেষ প্রহরী নিযুক্ত করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, একটি গোপন পথের মাধ্যমে দ্বারকার আভ্যন্তরীণ সুরক্ষার জন্য বিশেষ সৈন্যগণ রাণীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

শ্লোক ১০

রথং প্রাপয় মে সূত শাল্বস্যান্তিকমাশু বৈ ।
সম্ভ্রমস্তে ন কর্তব্যো মায়াবী সৌভরাড়য়ম্ ॥ ১০ ॥

রথম্—রথ; **প্রাপয়**—নিয়ে এসে; **মে**—আমাকে; **সূত**—হে সারথি; **শাল্বস্য**—শাল্বের; **অন্তিকম্**—নিকটে; **আশু**—সত্বর; **বৈঃ**—বস্তুত; **সম্ভ্রমঃ**—বিমোহিত; **তে**—তোমার; **ন কর্তব্যঃ**—হওয়া উচিত নয়; **মায়াবী**—এক মহা জাদুকর; **সৌভরাট্**—সৌভপতি; **অয়ম্**—এই।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] হে সারথি, সত্বর আমার রথকে শাল্বের নিকটে নিয়ে চল। এই সৌভপতি এক শক্তিশালী জাদুকর; তাকে তোমাকে বিমোহিত করতে দিও না।

শ্লোক ১১

ইত্যুক্তশ্চোদয়ামাস রথমাস্থায় দারুকঃ ।
বিশন্তং দদৃশুঃ সর্বে স্বে পরে চারুণানুজম্ ॥ ১১ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্তঃ**—উক্ত হয়ে; **চোদয়াম্ আস**—সে চালিত করলেন; **রথম্**—রথ; **আস্থায়**—তার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে; **দারুকঃ**—দারুক; **বিশন্তম্**—প্রবেশ করতে; **দদৃশুঃ**—দেখল; **সর্বে**—সকলে; **স্বে**—তাঁর নিজ জন; **পরে**—প্রতিপক্ষ; **চ**—ও; **অরুণ-অনুজম্**—অরুণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (গরুড়, শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজায়)।

অনুবাদ

এইভাবে আদিষ্ট হয়ে দারুক শ্রীভগবানের রথে উঠে তা চালনা করলেন। রথটি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করছিল তখন সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকে, বন্ধু ও শত্রু উভয়েই গরুড়ের প্রতীক চিহ্নটি দেখতে পেয়েছিল।

শ্লোক ১২

শাল্বশ্চ কৃষ্ণমালোক্য হতপ্রায়বলেশ্বরঃ ।
প্রাহরৎ কৃষ্ণসূতায় শক্তিং ভীমরবাং মৃধে ॥ ১২ ॥

শাল্বঃ—শাল্ব; **চ**—এবং; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **আলোক্য**—দর্শন করে; **হত**—নিহত; **প্রায়**—প্রায়; **বল**—সৈন্যবাহিনীর; **ঈশ্বরঃ**—অধীশ্বর; **প্রাহরৎ**—সে নিক্ষেপ করল; **কৃষ্ণ-সূতায়**—শ্রীকৃষ্ণের সারথির উদ্দেশ্যে; **শক্তিম্**—তার ভল্ল; **ভীম**—ভয়ানক; **রবাম্**—যার গর্জন ধ্বনি; **মৃধে**—যুদ্ধক্ষেত্রে।

অনুবাদ

হতপ্রায় সৈন্যদের অধীশ্বর শাল্ব যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রবেশ করতে দেখল, তখন সে তার ভল্লটি শ্রীভগবানের সারথির দিকে নিক্ষেপ করল। যুদ্ধক্ষেত্রের উপর দিয়ে উড়ে আসতে আসতে ভল্লটি ভয়ানকভাবে গর্জন করছিল।

শ্লোক ১৩

তামাপতন্তীং নভসি মহোল্কামিব রংহসা ।
ভাসয়ন্তীং দিশঃ শৌরিঃ সায়কৈঃ শতধাচ্ছিনৎ ॥ ১৩ ॥

তাম্—তাকে; আপতন্তীম্—উড়ে আসতে দেখে; নভসি—আকাশে; মহা—মহা; উল্কাম্—উল্কা; ইব—ন্যায়; রংহসা—দ্রুত; ভাসয়ন্তীম্—আলোকিত; দিশঃ—দিকগুলি; শৌরিঃ—শ্রীকৃষ্ণ; সায়কৈঃ—তাঁর বাণ দ্বারা; শতধা—শত শত খণ্ডে; অচ্ছিনৎ—ছিন্ন করলেন।

অনুবাদ

শাল্বর নিক্ষিপ্ত ভল্ল সমগ্র আকাশকে এক শক্তিশালী উল্কার মতো আলোকিত করল, কিন্তু শ্রীভগবান শৌরি সেই মহা অস্ত্রকে তাঁর বাণ দ্বারা শত শত খণ্ডে ছিন্ন করলেন।

শ্লোক ১৪

তং চ ষোড়শভির্বিদ্ধ্বা বাণৈঃ সৌভং চ খে ভ্রমৎ ।
অবিধ্যচ্ছরসন্দোহৈঃ খং সূর্য ইব রশ্মিভিঃ ॥ ১৪ ॥

তম্—তাকে শাল্ব; চ—এবং; ষোড়শভিঃ—ষোলটি; বিদ্ধ্বা—বিদ্ধ করে; বাণৈঃ—বাণ দ্বারা; সৌভম্—সৌভ; চ—ও; খে—আকাশে; ভ্রমৎ—বিচরণশীল; অবিধ্যৎ—তিনি বিদ্ধ করলেন; শর—তীরের; সন্দোহৈঃ—স্রোত দ্বারা; খম্—আকাশ; সূর্যঃ—সূর্য; ইব—যেমন; রশ্মিভিঃ—তার রশ্মি দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ তখন শাল্বকে ষোলটি তীর দ্বারা বিদ্ধ করলেন এবং আকাশে বিচরণশীল সৌভ বিমানকে অজস্র তীরের প্লাবনে বিদ্ধ করলেন। তীর নিক্ষেপরত শ্রীভগবান যেন তার কিরণ দিয়ে আকাশ প্লাবিতকারী সূর্যের মতো প্রকাশিত হলেন।

শ্লোক ১৫

শাল্বঃ শৌরেস্তু দোঃ সব্যং সশার্ঙ্গং শার্ঙ্গধন্বনঃ ।
বিভেদ ন্যপতদ্ধস্তাচ্ছার্ঙ্গমাসীৎ তদদ্ভুতম্ ॥ ১৫ ॥

শাল্বঃ—শাল্ব; **শৌরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **তু**—কিন্তু; **দোঃ**—বাহু; **সব্যম্**—বাম; **স**—সহ; **শার্ঙ্গম্**—শার্ঙ্গ নামক শ্রীভগবানের ধনুক; **শার্ঙ্গ-ধন্বনঃ**—যাঁকে শার্ঙ্গ ধন্বা বলা হয়, তাঁর; **বিভেদ**—বিদ্ধ করল; **ন্যপতৎ**—পতিত হল; **হস্তাৎ**—তাঁর হস্ত হতে; **শার্ঙ্গম্**—শার্ঙ্গ ধনুক; **আসীৎ**—হয়েছিল; **তৎ**—এই; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত।

অনুবাদ

শাল্ব তখন শ্রীকৃষ্ণের শার্ঙ্গ ধনুক ধারণকারী বাম বাহুকে বিদ্ধ করতে সক্ষম হল এবং অদ্ভুতভাবে তাঁর হাত থেকে শার্ঙ্গ পতিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৬

হাহাকারো মহানাসীদ্ ভূতানাং তত্র পশ্যতাম্ ।
নিনদ্য সৌভরাড়ুচ্চৈরিদমাহ জনার্দনম্ ॥ ১৬ ॥

হাহাকারঃ—হাহাকার; **মহান্**—মহা; **আসীৎ**—উত্থিত হলে; **ভূতানাম্**—জীবগণের মধ্যে; **তত্র**—সেখানে; **পশ্যতাম্**—যারা প্রত্যক্ষ করছিল; **নিনদ্যঃ**—নিনাদ করে; **সৌভ-রাট্**—সৌভপতি; **উচ্চৈঃ**—উচ্চৈঃস্বরে; **ইদম্**—এই; **আহ**—বলল; **জনার্দনম্**—শ্রীকৃষ্ণকে।

অনুবাদ

প্রত্যক্ষদর্শীরা সকলে হাহাকার করে উঠলেন। তখন সৌভপতি উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করে ভগবান জনার্দনকে বলেছিল।

শ্লোক ১৭-১৮

যৎ ত্বয়া মূঢ় নঃ সখ্যুর্ভ্রাতুর্ভার্যা হৃতেক্ষতাম্ ।
প্রমত্তঃ স সভামধ্যে ত্বয়া ব্যাপাদিতঃ সখা ॥ ১৭ ॥
তং ত্বাদ্য নিশিতৈর্বাণৈরপরাজিতমানিনম্ ।
নয়াম্যপুনরাবৃত্তিং যদি তিষ্ঠের্মমাগ্রতঃ ॥ ১৮ ॥

যৎ—যেহেতু; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **মূঢ়**—হে মূর্খ; **নঃ**—আমাদের; **সখুঃ**—বন্ধুর (শিশুপাল); **ভ্রাতুঃ**—(তোমার) ভ্রাতার; **ভার্যা**—বধূ; **হৃতা**—অপহরণ করেছ; **ঈক্ষতাম্**—আমাদের সমক্ষে; **প্রমত্তঃ**—অমনোযোগী; **সঃ**—সে শিশুপাল; **সভা**—সভার (রাজসূয় যজ্ঞের); **মধ্যে**—মধ্যে; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **ব্যাপাদিতঃ**—নিহত হয়েছে; **সখা**—আমার বন্ধু; **তম্ ত্বা**—তুমি নিজে; **অদ্য**—আজ; **নিশিতৈঃ**—তীক্ষ্ণ; **বাণৈঃ**—বাণ দ্বারা; **অপরাজিত**—অপরাজিত; **মানিনম্**—যে তোমাকে মনে করে; **নয়ামি**—আমি প্রেরণ করব; **অপুনঃ-আবৃত্তিম্**—যমালয়ে; **যদি**—যদি; **তিষ্ঠেঃ**—তুমি অবস্থান কর; **মম**—আমার; **অগ্রতঃ**—সম্মুখে।

অনুবাদ

[শাল্ব বলল—] তুমি মূর্খ—কারণ আমাদের সামনে তুমি আমাদের বন্ধু, তোমার নিজ ভ্রাতা, শিশুপালের বধূকে অপহরণ করেছিলে এবং যেহেতু তুমি পরে তার অপ্রস্তুত অবস্থায় তাকে পবিত্র সভার মধ্যে হত্যা করেছ, আজকে আমার তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে আমি তোমাকে যমালয়ে পাঠাব। যদিও তুমি নিজেকে অপরাজেয় বলে মনে কর, কিন্তু তুমি যদি আমার সামনে এখন দাঁড়াবার সাহস কর, তা হলে আমি তোমাকে হত্যা করবই।

শ্লোক ১৯

শ্রীভগবানুবাচ

বৃথা ত্বং কত্থসে মন্দ ন পশ্যস্যন্তিকেঽন্তকম্ ।
পৌরুষং দর্শয়ন্তি স্ম শূরা ন বহ্বভাষিণঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; বৃথা—বৃথা; ত্বম্—তুমি; কত্থসে—দম্ভ করছ; মন্দ—রে মূঢ়; ন পশ্যসি—তুমি দর্শন করছ না; অন্তিকে—নিকটে; অন্তকম্—মৃত্যু; পৌরুষম্—তাদের পৌরুষ; দর্শয়ন্তি—প্রদর্শন করে; স্ম—প্রকৃতপক্ষে; শূরাঃ—বীরগণ; ন—না; বহু—অনেক; ভাষিণঃ—কথা বলে।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—রে মূঢ়, তুমি বৃথা দম্ভ করছ, কারণ তোমার কাছে দাঁড়ানো মৃত্যুকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না। যথার্থ বীরেরা বেশি কথা বলে না, বরং তাদের কাজের মধ্যেই পৌরুষ প্রদর্শন করে।

শ্লোক ২০

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ শাল্বং গদয়া ভীমবেগয়া ।
ততাড় জত্রৌ সংরব্ধঃ স চকম্পে বমন্নসৃক্ ॥ ২০ ॥

ইতি—এইভাবে; উক্ত্বা—বলে; ভগবান্—শ্রীভগবান; শাল্বম্—শাল্ব; গদয়া—তাঁর গদা দ্বারা; ভীম—ভয়ানক; বেগয়া—বেগে; ততাড়—আঘাত করলেন; জত্রৌ—কণ্ঠ ও বাহুসন্ধির অস্থি স্থানে; সংরব্ধঃ—ক্রুদ্ধভাবে; সঃ—সে; চকম্পে—কম্পিত হল; বমন—বমি করতে করতে; অসৃক্—রক্ত।

অনুবাদ

এই কথা বলে ক্রুদ্ধ শ্রীভগবান তাঁর গদাটি ভয়ঙ্কর শক্তি ও বেগে সঞ্চালিত করে শাল্বের জত্রদেশে আঘাত করলেন যার ফলে শাল্বের রক্ত বমন হয়ে সর্বশরীর প্রকম্পিত করেছিল।

শ্লোক ২১

গদায়াং সন্নিবৃত্তায়াং শাল্বস্ত্বন্তরধীয়ত ।
ততো মুহূর্ত আগত্য পুরুষঃ শিরসাচ্যুতম্ ।
দেবক্যা প্রহিতোঽস্মীতি নত্বা প্রাহ বচো রুদন্ ॥ ২১ ॥

গদায়াম্—গদা; **সন্নিবৃত্তায়াম্**—প্রত্যাহৃত হলে; **শাল্বঃ**—শাল্ব; **তু**—কিন্তু; **অন্তরধীয়ত**—অন্তর্হিত হল; **ততঃ**—তখন; **মুহূর্তে**—এক মুহূর্ত পরে; **আগত্য**—আগমন করে; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **শিরসা**—তার মস্তক দ্বারা; **অচ্যুতম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **দেবক্যা**—মাতা দেবকী দ্বারা; **প্রহিতঃ**—প্রেরিত; **অস্মি**—আমি; **ইতি**—এই বলে; **নত্বা**—নত হয়ে; **প্রাহ**—সে বলল; **বচঃ**—এই সকল কথা; **রুদন্**—রোদন করতে করতে।

অনুবাদ

কিন্তু ভগবান অচ্যুত তাঁর গদা প্রত্যাহার করার সঙ্গে সঙ্গে শাল্ব অন্তর্হিত হল এবং এক মুহূর্ত পরে একটি লোক শ্রীভগবানের কাছে এল। তার মাথা নত করে তাকে প্রণতি নিবেদন করে সে ঘোষণা করল, "দেবকী আমাকে পাঠিয়েছেন" এবং রোদন করতে করতে পরবর্তী কথাগুলি সে বলতে লাগল।

শ্লোক ২২

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো পিতা তে পিতৃবৎসল ।
বদ্ধ্বাপনীতঃ শাল্বেন সৌনিকেন যথা পশুঃ ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ; **মহা-বাহো**—হে মহাবাহো; **পিতা**—পিতা; **তে**—আপনার; **পিতৃ**—আপনার পিতা-মাতার; **বৎসল**—স্নেহানুগত; **বদ্ধ্বা**—বন্ধন করে; **অপনীতঃ**—নিয়ে যায়; **শাল্বেন**—শাল্ব দ্বারা; **সৌনিকেন**—এক কসাই দ্বারা; **যথা**—যেমন; **পশুঃ**—গৃহপালিত পশু।

অনুবাদ

[লোকটি বলল—] হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে মহাবাহো, হে পিতৃ-মাতৃবৎসল! কসাই যেমন পশুকে হত্যা করার জন্য নিয়ে যায়, সেভাবে শাল্ব আপনার পিতাকে বন্দী করে নিয়ে গেছে।

শ্লোক ২৩

নিশম্য বিপ্রিয়ং কৃষ্ণো মানুষীং প্রকৃতিং গতঃ ।
বিমনস্কো ঘৃণী স্নেহাদ্ বভাষে প্রাকৃতো যথা ॥ ২৩ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; বিপ্রিয়ম্—অপ্রিয় কথা; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; মানুষীম্—মনুষ্য তুল্য; প্রকৃতিম্—স্বভাব; গতঃ—ধারণকারী; বিমনস্কঃ—দুঃখিত; ঘৃণী—দয়ালু; স্নেহাৎ—স্নেহবশত; বভাষে—তিনি বললেন; প্রাকৃতঃ—এক সাধারণ ব্যক্তি; যথা—যেমন।

অনুবাদ

যখন তিনি এই অপ্রিয় সংবাদ শুনলেন, তখন নশ্বর মানুষের ভূমিকায় লীলা অভিনয়কারী শ্রীকৃষ্ণ দুঃখ ও দয়া প্রদর্শন করলেন এবং তাঁর পিতামাতার জন্য প্রেমবশত সাধারণ বদ্ধ জীবাত্মার মতো তিনি পরবর্তী কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ২৪

কথং রামমসম্ভ্রান্তং জিত্বাজেয়ং সুরাসুরৈঃ ।
শাল্বেনাল্পীয়সা নীতঃ পিতা মে বলবান্ বিধিঃ ॥ ২৪ ॥

কথম্—কিভাবে; রামম্—শ্রীবলরাম; অসম্ভ্রান্তম্—অপ্রমত্ত; জিত্বা—পরাজিত করে; অজেয়ম্—অজেয়; সুর—দেবতাদের দ্বারা; অসুরৈঃ—এবং দানব; শাল্বেন—শাল্ব দ্বারা; অল্পীয়সা—অত্যন্ত অল্প; নীতঃ—হরণ করল; পিতা—পিতা; মে—আমার; বলবান্—শক্তিশালী; বিধিঃ—ভাগ্য।

অনুবাদ

[ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] বলরাম চিরসতর্ক এবং কোন দেবতা বা দানবই তাঁকে পরাজিত করতে পারে না। তা হলে কিভাবে এই তুচ্ছ শাল্ব তাঁকে পরাজিত করে আমার পিতাকে অপহরণ করল? নিঃসন্দেহে, ভাগ্যই সর্বশক্তিমান।

শ্লোক ২৫

ইতি ব্রুবাণে গোবিন্দে সৌভরাট্ প্রত্যুপস্থিতঃ ।
বসুদেবমিবানীয় কৃষ্ণং চেদমুবাচ সঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি—এইভাবে; ব্রুবাণে—বলে; গোবিন্দে—শ্রীকৃষ্ণ; সৌভরাট্—সৌভপতি (শাল্ব); প্রত্যুপস্থিতঃ—উপস্থিত হয়ে; বসুদেবম্—শ্রীকৃষ্ণের পিতা, বসুদেব; ইব—ন্যায়; আনীয়—আনয়ন করে; কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণকে; চ—এবং; ইদম্—এই; উবাচ—বলল; সঃ—সে।

অনুবাদ

গোবিন্দ এই সকল কথা বলার পর, দৃশ্যত বসুদেবকে শ্রীভগবানের সামনে অগ্রসর করে, সৌভপতি আবার আবির্ভূত হল। শাল্ব তখন এইভাবে বলতে লাগল।

শ্লোক ২৬

এষ তে জনিতা তাতো যদর্থমিহ জীবসি ।
বধিষ্যে বীক্ষতস্তেঽমুমীশশ্চেৎ পাহি বালিশ ॥ ২৬ ॥

এষঃ—এই; **তে**—তোমার; **জনিতা**—পিতা, যে তোমাকে জন্ম দান করেছে; **তাতঃ**—প্রিয়; **যদ্-অর্থম্**—যার জন্য; **ইহ**—এই জগতে; **জীবসি**—তুমি জীবন ধারণ করছ; **বধিষ্যে**—আমি বধ করব; **বীক্ষতঃ তে**—তোমার সামনে; **অমুম্**—তাকে; **ঈশঃ**—সমর্থ হও; **চেৎ**—যদি; **পাহি**—তাকে রক্ষা কর; **বালিশ**—ওহে শিশু।

অনুবাদ

[শাল্ব বলল—] এই হচ্ছে তোমার প্রিয় পিতা, যে তোমাকে জন্ম দিয়েছে এবং যার জন্য তুমি এই জগতে জীবন ধারণ করছ। তোমার চোখের সামনে আমি এখন তাকে হত্যা করব। ওহে দুর্বল, যদি পার তাকে রক্ষা কর।

শ্লোক ২৭

এবং নির্ভৎর্স্য মায়াবী খড়্গেনানকদুন্দুভেঃ ।
উৎকৃত্য শির আদায় খস্থং সৌভং সমাবিশৎ ॥ ২৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **নির্ভৎর্স্য**—ভর্ৎসনা করে; **মায়াবী**—জাদুকর; **খড়্গেন**—তার তরবারি দ্বারা; **আনকদুন্দুভেঃ**—শ্রীবসুদেবের; **উৎকৃত্য**—ছিন্ন করে; **শিরঃ**—মস্তক; **আদায়**—তা গ্রহণ করে; **খ**—আকাশে; **স্থম্**—অবস্থিত; **সৌভম্**—সৌভ; **সমাবিশৎ**—সে প্রবেশ করল।

অনুবাদ

শ্রীভগবানকে এইভাবে ভর্ৎসনা করার পর, জাদুকর শাল্ব যেন তার তরবারি দ্বারা বসুদেবের মস্তক ছিন্ন করল। মস্তকটি তার সঙ্গে গ্রহণ করে আকাশে পরিভ্রমণরত সৌভযানে সে প্রবেশ করল।

শ্লোক ২৮

ততো মুহূর্তং প্রকৃতাবুপপ্লুতঃ
স্ববোধ আস্তে স্বজনানুষঙ্গতঃ ।
মহানুভাবস্তদবুধ্যদাসুরীং
মায়াং স শাল্বপ্রসৃতাং ময়োদিতাম্ ॥ ২৮ ॥

ততঃ—অতঃপর; **মুহূর্তম্**—এক মুহূর্তের জন্য; **প্রকৃতৌ**—সাধারণ (মনুষ্য) স্বভাবে; **উপপ্লুতঃ**—নিমগ্ন; **স্ব-বোধঃ**—(যদিও) স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানযুক্ত; **আস্তে**—তিনি অবস্থান করলেন; **স্ব-জন**—তাঁর প্রিয়জনের জন্য; **অনুসঙ্গতঃ**—তাঁর স্নেহবশত; **মহা-অনুভাবঃ**—মহানুভব; **তৎ**—সেই; **অনুধ্যাৎ**—হৃদয়ঙ্গম করলেন; **আসুরীম্**—আসুরিক; **মায়াম্**—মায়া; **সঃ**—তিনি; **শাল্ব**—শাল্ব দ্বারা; **প্রসৃতাম্**—বিস্তারিত; **ময়**—ময়দানব দ্বারা; **উদিতাম্**—নির্মিত।

অনুবাদ

প্রকৃতিগতভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান এবং মহানুভব। তবুও এক মুহূর্তের জন্য, তাঁর প্রিয়জনের প্রতি পরম স্নেহবশত, তিনি এক সাধারণ মানুষের ভাবে নিমগ্ন হয়ে অবস্থান করেছিলেন। শীঘ্রই তিনি স্মরণ করলেন যে, এই সমস্ত কিছুই ময়দানব দ্বারা নির্মিত ও শাল্ব দ্বারা প্রয়োগিত এক আসুরিক মায়া।

শ্লোক ২৯

ন তত্র দূতং ন পিতুঃ কলেবরং
প্রবুদ্ধ আজৌ সমপশ্যদচ্যুতঃ ।
স্বাপ্নং যথা চাম্বরচারিণং রিপুং
সৌভস্থমালোক্য নিহন্তুমুদ্যতঃ ॥ ২৯ ॥

ন—না; **তত্র**—সেখানে; **দূতম্**—দূত; **ন**—না; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার; **কলেবরম্**—দেহ; **প্রবুদ্ধঃ**—সচেতন; **আজৌ**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **সমপশ্যৎ**—দর্শন করলেন; **অচ্যুতঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **স্বাপ্নম্**—স্বপ্নে; **যথা**—যেমন; **চ**—এবং; **অম্বর**—আকাশে; **চারিণম্**—বিচরণরত; **রিপুম্**—তাঁর শত্রু (শাল্ব); **সৌভস্থম্**—সৌভবিমানে উপবিষ্ট; **আলোক্য**—দর্শন করে; **নিহন্তুম্**—তাকে হত্যা করতে; **উদ্যত**—তিনি উদ্যত হলেন।

অনুবাদ

এখন প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন ভগবান অচ্যুত যুদ্ধক্ষেত্রে তার সামনে না দূত, না তার পিতার শরীর কিছুই লক্ষ্য করলেন না। এটি যেন ছিল তাঁর ঘুম থেকে জেগে ওঠারই মতো। ঊর্ধ্বে তাঁর শত্রুকে সৌভবিমানে উড্ডীয়মান লক্ষ্য করে, শ্রীভগবান তখন তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

শ্লোক ৩০

এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কে চ নান্বিতাঃ ।
যৎ স্ববাচো বিরুধ্যেত নূনং তে ন স্মরন্ত্যুত ॥ ৩০ ॥

এবম্—তাই; **বদন্তি**—বলে; **রাজ-ঋষে**—হে রাজর্ষে (পরীক্ষিৎ); **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **কে চ**—কতিপয়; **ন**—না; **অন্বিতাঃ**—ঠিকভাবে যুক্তিসম্মত; **যৎ**—যেহেতু; **স্ব**—তাদের নিজ; **বাচঃ**—কথাগুলি; **বিরুধ্যেত**—পরস্পর বিরোধী; **নূনম্**—নিশ্চিতরূপে; **তে**—তারা; **ন স্মরন্তি**—স্মরণ করেন না; **উত**—বস্তুত।

অনুবাদ

হে রাজর্ষি, কতিপয় ঋষি এমনই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যাঁরা নিজেরা এমন অযৌক্তিকভাবে পরস্পরবিরোধী কথা বলেন, তাঁরা তাঁদের নিজেদের পূর্বের বক্তব্য বিস্মৃত হয়েই থাকেন।

তাৎপর্য

যদি কেউ মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে শাল্বের মায়া দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন এবং শ্রীভগবান সাধারণ জড় শোক করার বিষয়, এই ধরনের মত অযৌক্তিক ও পরস্পর বিরোধী। কারণ সকলে জানে যে, শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান, চিন্ময় ও অদ্বয় তত্ত্ব। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে একথা আরও বর্ণনা করা হবে।

শ্লোক ৩১

ক্ব শোকমোহৌ স্নেহো বা ভয়ং বা যেঽজ্ঞসম্ভবাঃ ।
ক্ব চাখণ্ডিতবিজ্ঞান জ্ঞানৈশ্বর্যস্ত্বখণ্ডিতঃ ॥ ৩১ ॥

ক্ব—কোথায়; **শোক**—শোক; **মোহৌ**—এবং মোহ; **স্নেহঃ**—জাগতিক স্নেহ; **বা**—বা; **ভয়ম্**—ভয়; **বা**—বা; **যে**—যে; **অজ্ঞ**—অজ্ঞতাবশত; **সম্ভবাঃ**—জন্মে; **ক্ব চ**—এবং কোথায়, অপরপক্ষে; **অখণ্ডিত**—অখণ্ড; **বিজ্ঞান**—বিজ্ঞান; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **ঐশ্বর্যঃ**—এবং শক্তি; **তু**—কিন্তু; **অখণ্ডিতঃ**—অখণ্ড ভগবান।

অনুবাদ

অখণ্ড জ্ঞান বিজ্ঞান-ঐশ্বর্যশালী পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবানের উপর কিভাবে অজ্ঞতাবশত জাত সকল শোক, মোহ, স্নেহ বা ভয় আরোপিত হতে পারে?

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "বিলাপ, শোক ও বিভ্রান্তি সবই বদ্ধ জীবাত্মার বৈশিষ্ট্য, কিন্তু কিভাবে এই সকল বস্তু পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণবীর্য ও সকল ঐশ্বর্যের আকর পরমেশ্বর ভগবানকে প্রভাবিত করতে পারে? প্রকৃতপক্ষে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শাল্বের মায়াজালে আদৌ বিভ্রান্ত হওয়া সম্ভব নয়। তিনি শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের ভূমিকায় লীলাভিনয় করছিলেন।"

ভাগবতের সকল মহান ভাষ্যকারগণ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে, আত্মার অজ্ঞানতা থেকে উদ্ভূত শোক, মোহ, আসক্তি ও ভয় কখনও শ্রীভগবানের অভিনীত চিন্ময় লীলাসমূহে উপস্থিত থাকতে পারে না। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে শ্রীল জীব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ থেকে বহু দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। যেমন গোপবালকগণ যখন অঘাসুরের মুখে প্রবেশ করেছিলেন, তখনও শ্রীকৃষ্ণ দৃশ্যতঃ বিস্মিত হয়েছিলেন। তেমনই, ব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণের গোপবালক সখা ও গোবৎসদের অপহরণ করেছিলেন, শ্রীভগবান তখন প্রথমে তাদের খুঁজতে আরম্ভ করলেন যেন তিনি জানতেন না তারা কোথায় ছিল। এইভাবে শ্রীভগবান একজন সাধারণ মানুষের ভূমিকায় লীলা অভিনয় করেছিলেন যাতে তাঁর ভক্তবৃন্দের সঙ্গে চিন্ময় লীলা উপভোগ করতে পারেন। শুকদেব গোস্বামী এই শ্লোক ও পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করছেন যে, কারো কখনও মনে করা উচিত নয় যে, পরমেশ্বর ভগবান একজন সাধারণ ব্যক্তি।

শ্লোক ৩২

যৎপাদসেবোর্জিতয়াত্মবিদ্যয়া
হিন্বন্ত্যনাদ্যাত্মবিপর্যয়গ্রহম্ ।
লভন্ত আত্মীয়মনন্তমৈশ্বরং
কুতো নু মোহঃ পরমস্য সদ্গতেঃ ॥ ৩২ ॥

যৎ—যাঁর; **পাদ**—পদদ্বয়ের; **সেবা**—সেবা দ্বারা; **ঊর্জিতয়া**—দৃঢ় করেন; **আত্ম-বিদ্যয়া**—আত্মোপলব্ধির দ্বারা; **হিন্বন্তি**—তাঁরা দূরীভূত করেন; **অনাদি**—সনাতন; **আত্ম**—আত্মার; **বিপর্যয়-গ্রহম্**—অবিদ্যা; **লভন্তে**—তাঁরা প্রাপ্ত হন; **আত্মীয়ম্**—তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে; **অনন্তম্**—নিত্য; **ঐশ্বরম্**—মহিমা; **কুতঃ**—কিভাবে; **নু**—বস্তুত; **মোহঃ**—বিভ্রান্তি; **পরমস্য**—পরমেশ্বরের; **সৎ**—সাধু ভক্তগণের; **গতেঃ**—গতি।

অনুবাদ

তাঁর পাদদ্বয়ের সেবা প্রদানের দ্বারা উৎকর্ষিত আত্মোপলব্ধির শক্তি দ্বারা, শ্রীভগবানের ভক্তগণ অনাদিকাল হতে আত্মাকে বিভ্রান্তকারী জীবনের দেহগত ভাবনাগুলি দূরীভূত করেন। এইভাবে তাঁরা তাঁর ব্যক্তিগত সঙ্গের মহিমা অর্জন করেন। তা হলে, কিভাবে, সকল প্রকৃত সাধুগণের গতি সেই পরম ব্রহ্ম, মায়ার বিষয় হতে পারেন?

তাৎপর্য

উপবাসের ফলে দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তখন কেউ মনে করে, "আমি কৃশ হচ্ছি!" তেমনই কখনও কখনও বদ্ধ আত্মা মনে করে, "আমি সুখী" অথবা "আমি অসুখী"—ভাবনাটি জীবনের দেহগত ধারণার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু, কেবলমাত্র, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম দুখানির সেবার মাধ্যমে ভক্তরা জীবনের এই দেহগত ধারণা থেকে মুক্ত হন। তা হলে কিভাবে এই মায়া পরমেশ্বর ভগবানকে যে কোন সময় প্রভাবিত করতে পারে?

শ্লোক ৩৩

তং শস্ত্রপূগৈঃ প্রহরন্তমোজসা
শাল্বং শরৈঃ শৌরিরমোঘবিক্রমঃ ।
বিদ্ধ্বাচ্ছিনদ্বর্ম ধনুঃ শিরোমণিং
সৌভং চ শত্রোর্গদয়া রুরোজ হ ॥ ৩৩ ॥

তম্—তাঁকে; **শস্ত্র**—অস্ত্রের; **পূগৈঃ**—স্রোত দ্বারা; **প্রহরন্তম্**—আক্রমণপূর্বক; **ওজসা**—বিশালবাহিনী দ্বারা; **শাল্বম্**—শাল্ব; **শরৈঃ**—তাঁর বাণগুলি দিয়ে; **শৌরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **অমোঘ**—অব্যর্থ; **বিক্রমঃ**—যার বিক্রম; **বিদ্ধ্বা**—বিদ্ধ করে; **অচ্ছিনৎ**—তিনি ভগ্ন করলেন; **বর্ম**—বর্ম; **ধনুঃ**—ধনুক; **শিরঃ**—মস্তকের উপরে; **মণিম্**—মণি; **সৌভম্**—সৌভযান; **চ**—এবং; **শত্রোঃ**—তাঁর শত্রুর; **গদয়া**—তাঁর গদা দিয়ে; **রুরোজ**—তিনি ভগ্ন করলেন; **হ**—বস্তুত।

অনুবাদ

শাল্ব যখন ক্রমাগত তাঁর প্রতি বিশাল বাহিনী দ্বারা স্রোতের মতো অস্ত্র নিক্ষেপ করছিল, তখন অমোঘবিক্রম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শাল্বের প্রতি তাঁর তীরসমূহ নিক্ষেপ করে তাকে আহত করে, তার বর্ম, ধনুক ও শিরোপরি মণি চূর্ণ করলেন। অতঃপর শ্রীভগবান তাঁর গদা দিয়ে তাঁর শত্রুর সৌভবিমানটি ধ্বংস করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "শাল্ব যখন ভাবল যে, শ্রীকৃষ্ণ তার মায়াজালে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, সে তখন আরো অনুপ্রাণিত হয়ে প্রবলভাবে বাণ বর্ষণ করে প্রচণ্ড শক্তি ও বিপুল উৎসাহে শ্রীভগবানকে আক্রমণ করল। কিন্তু শাল্বের এই উৎসাহ, এই উদ্যম, অগ্নিতে দ্রুতবেগে ধাবমান পতঙ্গের সঙ্গে তুলনীয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অসীম শক্তির সঙ্গে তাঁর তীরগুলি নিক্ষেপ করে শাল্বকে আহত করলেন আর

তার বর্ম, ধনুক ও রত্নখচিত শিরোস্ত্রাণ খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। শ্রীকৃষ্ণের গদার এক বিধ্বংসী আঘাতে শাল্বের অদ্ভুত বিমানটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে সমুদ্রে পড়ে গেল।"

প্রকৃতপক্ষে, শাল্বের তুচ্ছ মায়াশক্তি যে শ্রীকৃষ্ণকে বিমোহিত করতে পারেনি, এখানে তা সুদৃঢ়ভাবেই প্রদর্শিত হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

তৎ কৃষ্ণহস্তেরিতয়া বিচূর্ণিতং
পপাত তোয়ে গদয়া সহস্রধা ।
বিসৃজ্য তদ্ভূতলমাস্থিতো গদাম্
উদ্যম্য শাল্বোঽচ্যুতমভ্যগাদ্দ্রুতম্ ॥ ৩৪ ॥

তৎ—সেই (সৌভ); **কৃষ্ণ-হস্ত**—শ্রীকৃষ্ণের হস্ত দ্বারা; **ঈরিতয়া**—নিক্ষিপ্ত; **বিচূর্ণিতম্**—চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে; **পপাত**—তা পতিত হল; **তোয়ে**—জলে; **গদয়া**—গদা দিয়ে; **সহস্রধা**—সহস্র খণ্ডে; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **তৎ**—তা; **ভূ-তলম্**—ভূমিতে; **আস্থিতঃ**—দাঁড়িয়ে; **গদাম্**—তাঁর গদা; **উদ্যম্য**—গ্রহণ করে; **শাল্ব**—শাল্ব; **অচ্যুতম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **অভ্যগাৎ**—আক্রমণ করল; **দ্রুতম্**—দ্রুত।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের গদার আঘাতে সহস্র খণ্ডে বিচূর্ণ হয়ে সৌভ বিমানটি জলের মধ্যে পড়ে গেল। শাল্ব সেটি ছেড়ে স্বয়ং ভূমিতে নেমে তার গদা গ্রহণ করল এবং ভগবান অচ্যুতের দিকে ধেয়ে এল।

শ্লোক ৩৫

আধাবতঃ সগদং তস্য বাহুং
ভল্লেন ছিত্ত্বাথ রথাঙ্গমদ্ভুতম্ ।
বধায় শাল্বস্য লয়ার্কসন্নিভং
বিভ্রদ বভৌ সার্ক ইবোদয়াচলঃ ॥ ৩৫ ॥

আধাবতঃ—তাঁর দিকে ধাবিত; **স-গদম্**—তার গদা বহন করে; **তস্য**—তার; **বাহুম্**—বাহু; **ভল্লেন**—বিশেষ ধরনের তীর দ্বারা; **ছিত্ত্বা**—ছেদন করে; **অথ**—অতঃপর; **রথ-অঙ্গম্**—তাঁর চক্র অস্ত্র; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **বধায়**—হত্যার জন্য; **শাল্বস্য**—শাল্বের; **লয়**—প্রলয়কালীন; **অর্ক**—সূর্য; **সন্নিভম্**—সদৃশ; **বিভ্রদ**—ধারণ করে; **বভৌ**—তিনি শোভা পাচ্ছিলেন; **স-অর্কঃ**—সূর্যযুক্ত; **ইব**—যেন; **উদয়**—সূর্যোদয়ের; **অচলঃ**—পর্বত।

অনুবাদ

শাল্ব যখন তাঁর দিকে ধাবিত হল তখন শ্রীভগবান একটি ভল্ল নিক্ষেপ করে যে হাতে গদা ধারণ করেছিল সেটি ছেদন করলেন। অবশেষে শাল্বকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ প্রলয়কালীন সূর্যের মতো তাঁর সুদর্শন চক্র ধারণ করলেন। উজ্জ্বলরূপে শোভিত শ্রীভগবান উদয়াচলের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৬

জহার তেনৈব শিরঃ সকুণ্ডলং
কিরীটযুক্তং পুরুমায়িনো হরিঃ ।
বজ্রেণ বৃত্রস্য যথা পুরন্দরো
বভূব হাহেতি বচস্তদা নৃণাম্ ॥ ৩৬ ॥

জহার—তিনি ছেদন করলেন; তেন—তা দ্বারা; এব—বস্তুত; শিরঃ—মস্তক; স—সহ; কুণ্ডলম্—কুণ্ডলদুটি; কিরীট—মুকুট; যুক্তম্—পরিহিত; পুরু—বিশাল; মায়িনঃ—মায়াশক্তির অধিকারী; হরিঃ—শ্রীকৃষ্ণ; বজ্রেণ—তাঁর বজ্র অস্ত্র দ্বারা; বৃত্রস্য—বৃত্রাসুরের; যথা—যেমন; পুরন্দরঃ—দেবরাজ ইন্দ্র; বভূব—সেখানে উত্থিত হোল; হা হা ইতি—"হায়, হায়"; বচঃ—ধ্বনি; তদা—তখন; নৃণাম্—মানুষদের (শাল্বের)।

অনুবাদ

ঠিক যেমন বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদনের জন্য পুরন্দর তার বজ্রকে ব্যবহার করেছিল, তেমনি তাঁর চক্রকে নিযুক্ত করে শ্রীহরি কুণ্ডল ও মুকুটসহ সেই মহা-মায়াবীর মস্তক ছেদন করলেন। তা দেখে শাল্বের সকল অনুগামী "হায়, হায়!" করে কেঁদে উঠল।

শ্লোক ৩৭

তস্মিন্ নিপতিতে পাপে সৌভে চ গদয়া হতে ।
নেদুর্দুন্দুভয়ো রাজন্ দিবি দেবগণেরিতাঃ ।
সখীনামপচিতিং কুর্বন্ দন্তবক্রো রুষাভ্যগাৎ ॥ ৩৭ ॥

তস্মিন্—সে; নিপতিতে—পতিত হলে; পাপে—পাপিষ্ঠ; সৌভে—সৌভ যান; চ—এবং; গদয়া—গদা দ্বারা; হতে—বিনষ্ট হলে; নেদুঃ—সেখানে নিনাদিত হল; দুন্দুভয়ঃ—দুন্দুভি; রাজন্—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); দিবি—আকাশে; দেব-গণ—

দেবতাগণের দ্বারা; **ঈরিতাঃ**—বাদিত; **সখীনাম্**—তার বন্ধুদের জন্য; **অপচিতিম্**—প্রতিশোধ; **কুর্বন**—গ্রহণের উদ্দেশ্যে; **দন্তবক্রঃ**—দন্তবক্র; **রুষা**—ক্রোধে; **অভ্যগাৎ**—ধাবিত হল।

অনুবাদ

পাপিষ্ঠ শাল্ব এখন মৃত, এবং তার সৌভবিমান ধ্বংস হয়েছে, দেবতারা স্বর্গে দুন্দুভি নিনাদিত করলেন। তখন দন্তবক্র, তার বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ক্রুদ্ধভাবে শ্রীভগবানকে আক্রমণ করল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'ভগবান কৃষ্ণ দানব শাল্বকে বধ করলেন' নামক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।